**বীর মুজাহিদ সিংহপুরুষ, যোগ্য সিপাহসালার শাইখ জালালুদ্দিন হক্কানি রহ. সম্পর্কে শাইখ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ. এর কিছু বক্তব্য—**

‘আফগানিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাইখ জালালুদ্দিন হক্কানি রহ. এর কাছে চলমান যুদ্ধ সম্পর্কে একটি চিঠি পাঠালেন। পত্রের মাধ্যমে তিনি জালালুদ্দিন হক্কানি রহ.-কে প্রস্তাব দিলেন যে, শহর ও গ্রাম-গঞ্জের রাস্তাগুলো আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দাও। বিনিময়ে তুমি যা চাও, তা দেবো, তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, বাক্কার বন্দীদেরকে মুক্ত করে দেবো। আমরা সকলেই মুসলিম। কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারব না। আর যদি তুমি আমার সাথে বৈঠকে রাজি হও, তাহলে তোমার খাতিরে আমি একশ বন্দীকে মুক্ত করে দেবো। জালালুদ্দিন হক্কানি রহ. একটি দীর্ঘ পত্র লিখে এসবের প্রত্যুত্তরে বললেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (২)

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (৩)

“হে ইমানদারগণ, তোমরা কেন এমন কথা বলো, যা তোমরা করো না? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।” (সুরা আস সাফ, আয়াত নং ২-৩)

তারপর তিনি বললেন, “আমি দুটি শর্তে তোমার সাথে বৈঠকে রাজি হবো। এক. তোমাকে অবশ্যই কমিউনিস্টদের ত্যাগ করতে হবে। দুই. রুশদের ধ্বংস করতে হবে। কারণ আমি মর্যাদাহীন ব্যক্তিদের সাথে বসতে রাজি নই।”

একটু ভেবে দেখুন! একদিকে একজন রাষ্ট্রপ্রধান। অপরদিকে একজন সাধারণ মৌলভি জালালুদ্দিন হক্কানি। তিনি আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছোট একটি মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন মাত্র। কিন্তু এ জিহাদের বরকতে আল্লাহ তাআলা তাঁকে মর্যাদার এমন এক স্তরে সমাসীন করেছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন বৈশ্বিক নেতা ও রাষ্ট্রপ্রধানরা তাঁর কাছে চিঠি লেখে। হাঁ! এমনই একজন মৌলভির কথা বলছি এখানে, যিনি দীর্ঘ দশ বছরেরও অধিক সময় জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত করেছেন। জিহাদ তাঁদের জলন্ত আঙ্গারে পরিণত করেছে, তাঁদের বড় ও মর্যাদাবান বানিয়ে দিয়েছে। যা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’